ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 142 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৯৭ ● কলকাতা ● ১৯ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৬ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মিথ্যাচার' উড়িয়ে মমতা বললেন, 'নিজে ফর্ম পূরণ করিনি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিজে হাতে বিএলও-র কাছ থেকে নাকি এনুমারেশন ফর্ম নিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে এমনই খবর প্রকাশিত হয়। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় জোর শোরগোল। চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই 'মিথ্যাচার' ওড়ালেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান।

বলে রাখা ভালো, গত মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে, এসআইআরে যাতে একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ না পড়ে, সেই দাবি বরাবর করেছে তৃণমূল। এই আবহে রাজ্যে কয়েকজনের মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর আতঙ্কের

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 105

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তিনি ঐ গাছের পাতা অন্য এক গাছের পাতার সঙ্গে খেতে বলতেন আর ঐ গর্তে শুতে বলতেন। এই ঘটনা অনেক মাস পর্যন্ত চলেছিল।

এর সঙ্গে কিছু গাছের রস বার করে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেতে দিতেন। ঐ রসের স্বাদ তেমন ভাল হত না, সেইজন্য আমার তা ভাল লাগত না। কিন্তু তিনি এত পরিশ্রম করে সংগ্রহ করে আনতেন এবং পিষে রস বার করতেন, তা দেখে আমার 'না' বলার কখনও ইচ্ছা করত না। তাঁর ঔষধী লতাপাতা-শিকড় ও গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। আমরা খাদ্য হিসাবে স্কাশ ফল, কলা, কিছু গাছের পাতা এবং কিছু ফল খেতাম।

ক্রমশঃ

দলকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিলেন হুমায়ুন কবীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লুঠ করে খেতে দেব না কান্দিওয়ালাদের।' নাম না করে কান্দির তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব সরকারকে আক্রমণ বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের। ভরতপুরের বিধায়ক বলেন, 'লুঠ করে খেয়ে নেতা হবে, আর ভোটের সময় তিন নম্বর, এই সব মানব না।' নিজের দলকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, "এইসব কথা প্রকাশ্যে বলছি।কিন্তু আমাদের উপরে কেউ এক আঙুল তুললে, আমরা দুই আঙুল তুলব। ইট ছুড়লে পাথরে জবাব দেব। এতদিন অনেক কিছু মুখ বুঝে সহ্য করেছি।" এরপর অভিযোগের সুরেই বিধায়ক বলেন, "২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে টাকার বিনিময়ে সালার, ভরতপুরের ওসিকে ব্যবহার করে গণনাকেন্দ্রে কীভাবে অরাজকতা সৃষ্টি করে নির্বাচিত হয়েছিল জানি। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত সেইসব প্রধানদের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। তারা শুধু জমি লুঠ করতেই ব্যস্ত। আমরা ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেব। তোমাকে এখানে লুঠ করে খেতে দেব না।" কান্দির বিধায়ক তথা দলের বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অপূর্ব সরকারের নাম না করেই হুমায়ুন কবীর বলেন, "নেতাগিরি করব, আর ভোটের বেলায় তৃণমূলে তিন নম্বর থাকব। কান্দিতে তিন নম্বর, বহরমপুর পুরসভায় তিন নম্বর, তারা আমাদের নেতা হবে। আমাদের চুল চেপে অর্ডার দেবে, তা আমরা মানব না"।

দল যদি মনে কর আমার মতো অসভ্য ব্যক্তিদের দরকার নেই, তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেখিয়ে দেব মুর্শিদাবাদের রাজনীতির রঙ কীভাবে পাল্টাবে।" সাম্প্রতিক সময়ে বারবার দল তথা দলের নেতাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শোনা গিয়েছে হুমায়ুনকে। এমনকী নতুন দল তৈরি করার কথাও বলেছিলেন তিনি। পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। হুমায়ুনকে নিয়ে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের শৃঙ্খলাকমিটির বৈঠকও হয়েছে।

বুধবার এক সমাবেশে দাঁড়িয়ে সেই বিধায়ক বলেন, "সম্মান দিয়ে নেতৃত্বের জন্য এখনও অপেক্ষা করছি। আমাদের লেজে পা দিলে, আমরাও ছোবল মারতে জানি।" বুধবার ভরতপুরে এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের ওয়াররুমের উদ্বোধন করেন বিধায়ক। এরপর ভরতপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। সেখানে হুমায়ুন কবীর বলেছন, "আমরা কাউকে আগে আঙুল দেখাব না।

এসআইআর মামলায় কমিশনকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তার মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হয়েছে। তাতে প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এসআইআর করার ক্ষেত্রে কী দেখা হচ্ছে, সেটা জানাতে হবে কমিশনকে। আগামী ১৯ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে তাঁদের। মামলাকারীর এও দাবি ছিল, এসআইআরের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক। পাশাপাশি এও জানতে চাওয়া হয়েছিল যে - কেন এসআইআর করা হচ্ছে, এসআইআর করার

এরপর ৪ পাতায়

BLO-দের আবার হুংকার শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একবার নয়, একাধিকবার বিএলও-দের সতর্ক করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । যদি কেউ তৃণমূলের কথা শুনে কাজ করেন তাহলে বিহারের বিএলওদের মতো অবস্থা হবে বলেই বলেছিলেন শুভেন্দু। আর এবার সেই নিয়েই ফের একবার মুখ খুললেন তিনি। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর ।বিহারে অনেক বিএলও-রা জেলে গিয়েছেন। শুধরে যান না হলে পরিস্থিতি খারাপ হবে। আগামীকালই রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ পদাধিকারীরা। সেখানেই আমরা অভিযোগ জানাবো।" উল্লেখ্য, কাঁকিনাড়া গঙ্গা আরতী সেবা সমিতির উদ্যোগে প্রতি বছরই কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে দেব

দীপাবলীর দিন গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী,ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং,ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং,আইনজীবী নেতা কৌস্তব বাগচী,বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ ও অন্যান্যরা। সেখানেই গঙ্গার পাড়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ আরতীতে অংশ নেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।তবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বিএলওদের। এমনকী, একাধিক জায়গায় বিএলএদের মারধর হুমকির ঘটনা ও সামনে আসছে। একদিকে যেমন শাসকদলের লোকজনের চমকানির মুখে পড়তে হচ্ছে, তেমনই বিরোধী দলনেতাও ছেড়ে কথা বলছেন না। ফলে দুই রাজনৈতিক দলের মুখে পড়ে কার্যত স্যান্ডউইচ অবস্থা বিএলওদের। গতকাল কাঁকিনাড়ায় গঙ্গা আরতিতে অংশ নেন শুভেন্দু। সেখান থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন,রাজ্যে বিএলও-দের উপর চাপ সৃষ্টি করছে তৃণমূলের জেহাদীরা। কেউ ভয়ে যদি আবার ওদের রাজনৈতিক অনুমতি পালন করেন তাহলে ভুল করছেন।

(১ম পাতার পর)

মিথ্যাচার' উড়িয়ে মমতা বললেন, 'নিজে ফর্ম পূরণ করিনি

অভিযোগ ওঠায় তা নিয়ে জোর শোরগোল। অযথা মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করার অভিযোগে পথে প্রতিবাদে নামেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর দাবি, নিজে ফর্ম পূরণ করেননি। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, ততক্ষণ নিজে ফর্ম পূরণ করবেন না বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোশাল মিডিয়ায় মমতা লেখেন, "গতকাল দায়িত্বপ্রাপ্ত BLO আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করতে। কর্মসূত্রে, আমার রেসিডেন্স অফিসে এসে - রেসিডেন্সের ক'জন ভোটার জেনেছেন এবং ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন। যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করিনি এবং করবও না। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে যে, 'আমি বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের হাতে BLO-র কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম গ্রহণ করেছি!' এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার।"

প্রসঙ্গত, বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ৩০ বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে পৌঁছন বিএলও। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি তাঁর পরিচয়পত্র দেখান। সেই অনুযায়ী তাঁর পরিচয়পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়। তারপর তিনি ব্যাগ ও মোবাইল জমা রেখে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছন। প্রায় ঘণ্টাদেড়েক সেখানে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য ১৭টি এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে আসেন। ফর্ম ফিলআপ করে পরে জমা দেওয়া হবে বলেই পরিবারের সদস্যরা জানান। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, তিনি নিজে হাতে এনুমারেশন ফর্ম নেননি।

BLA-কে চড় মারার অভিযোগ স্থানীয় BLO-র বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে বিজেপির BLA-কে চড় মারার অভিযোগ উঠল স্থানীয় BLO-র বিরুদ্ধে। এরপর সেই BLA সহ দু'জন বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। গতকাল বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির BLA সুরজিৎ বিশ্বাসকে চড় মারা ও তাঁর পরিচয় পত্র ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে BLO অঞ্জনা মণ্ডলের বিরুদ্ধে।রাজ্যে SIR-এর জন্য এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হতেই দিকে দিকে বিরোধী দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই আবহে এবার হুগলির আরামবাগে SIR-সমীক্ষা নিয়ে সামনে এসে পড়ল তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠীর কোন্দল। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের জন্য বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন BLO-রা। সঙ্গে যাচ্ছেন রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টরাও। এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে কে যাবেন সেনিয়েই

এবার দ্বন্দ্বে জড়াল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। আরামবাগের মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলেরই বুথ সভাপতি ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ BLO-র বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে তৃণমূল কর্মীদের একাংশ চড়াও হয় বিজেপির BLA সুরজিৎ বিশ্বাসের উপর। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। দলের BLA-কে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন আরও ২জন বিজেপি কর্মী। এক বিজেপি কর্মীর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা। BLO সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় অভিযোগ করেছেন সুরজিৎ বিশ্বাস। হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। মত্ত অবস্থায় বিজেপির লোকেরা মারপিট করে তৃণমূলের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ ঘাসফুল শিবিরের।

বাংলার এসআইআর, এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হতেই দিকে দিকে একাধিক অভিযোগ উঠেছে

BLO নেই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দিলেন তৃণমূলের BLA. এমনই ছবি ধরা পড়ল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলপিতে। বেলপুকুর পঞ্চায়েতের খেটেরপোতা গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত BLO বীণাপানি তেলি একজন ICDS কর্মী। তাঁর স্বামী পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। এই নিয়ে আগেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে আজ দেখা গেল, ওই এলাকায় তৃণমূলের BLA সূর্যকান্ত সাপুই এনুমারেশন ফর্ম বিলি করলেন। তিনি স্বীকারও করেছেন, ৫১জনকে ফর্ম দিয়েছেন। অন্যদিকে BLO কিছু ছবি প্রকাশ করে দাবি করেছেন, তিনি অসুস্থ, তাই তাঁকে সাহায্য করেছেন তৃণমূলের BLA.

বর্ধমানে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট বা ডিএলসি অভিযান ৪.০

কলকাতা, ০৬ নভেম্বর, ২০২৫

কর্মী, জনঅভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের অধীন পেনশন ও পেনশনভোগী কল্যাণ দপ্তর ১ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ দেশজুড়ে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৪.০ আয়োজন করেছে। এই অভিযান সরকারের "ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্ট অফ পেনশনার্স" লক্ষ্যের অংশ। অভিযানে 'স্যাচুরেশন অ্যাপ্রোচ' নেওয়া হয়েছে। দেশের ২ হাজারেরও বেশি শহর ও শহরতলীর পেনশনভোগীদের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

২০২১এ শুরু হওয়া আধারভিত্তিক "ফেস অথেন্টিকেশন" প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে দপ্তর সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এতে পেনশনভোগীরা স্মার্টফোন ব্যবহার করে বাড়িতে বসেই লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পারেন। ডাক বিভাগের ভারত পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অক্ষম পেনশনভোগীদের জন্য এই সেবা বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। ব্যাংক, পেনশনভোগী সংগঠন এবং স্থানীয় দপ্তরগুলিও সচেতনতা শিবির আয়োজন করছে ও সহায়তা প্রদান করছে।

গতবছর ডিএলসি ৩.০ চলাকালীন ১.৬২ কোটি সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে ফেস অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে ৫০ লক্ষ সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়। চলতি ডিএলসি ৪.০ এ প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। ব্যাংক, আইপিপিবি, মৌলিক পরিচিতি কর্তৃপক্ষ, ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক, সিজিডিএ, রেল এবং পেনশনভোগী কল্যাণ

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

বড়ঞার বিধায়কের জামিনের আবেদন খারিজ করল আদালত

ফের খারিজ হয়ে গেল মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়কের জামিনের আবেদন। আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত জীবনকৃষ্ণ সাহার জেল হেফাজতের নির্দেশ আদালতের। আজ বৃহস্পতিবার বিধায়কের জামিন মামলার শুনানি ছিল বিচারভবনের ইডির বিশেষ আদালতে। সেই শুনানিতে এদিন চাঞ্চল্যকর দাবি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।বলে রাখা প্রয়োজন, এর আগে শুনানিতে আইনজীবী মারফৎ ইডি আদালতে জানায়, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে বাজার থেকে মোট ৪৬ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক। যার মধ্যে বিধায়কের স্ত্রীয়ের অ্যাকাউন্টে গিয়েছে ২৬ লক্ষ টাকা এবং বাকি ২০ লক্ষ টাকা বাবার অ্যাকাউন্টে জীবনকৃষ্ণ পাঠিয়েছিলেন বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।সওয়ালে তাদের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে জীবনকৃষ্ণের অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকা কোন মাথার কাছে? তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। শুধু জীবনকৃষ্ণ সাহাই নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্ট থেকেও উদ্ধার হওয়া টাকা কার কাছে গিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও এদিন আদালতে জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বছর দুই আগে। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দিনভর জিজ্ঞাসাবাদের পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা গ্রেপ্তার করেন। দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর চলতি বছরে জামিনে মুক্ত হন তিনি। কয়েক মাসের ব্যবধানে গত আগস্ট মাসে জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। টানা প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর বিধায়ককে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে জেলেই রয়েছেন তিনি। গত কয়েকদিন আগেই ইডির মামলায় জামিনের জন্য বিশেষ আদালতে আবেদন জানান জীবনকৃষ্ণ। আজ বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হয়।

শুনানিতে জীবনের জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে ইডির আরও দাবি, ধৃত বিধায়কের দেওয়া বয়ান, প্রার্থীদের বয়ান দেখে আমরা কোরোবোরেট করতে পেরেছি যে কত টাকা জীবনকৃষ্ণ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। শুধু তাই নয়, কোথা থেকে সেই টাকা ঢুকেছে তাও কার্যত স্পষ্ট বলে এদিন আদালতে জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

দীর্ঘ সওয়াল জবাবে জীবনকৃষ্ণ সাহার আইনজীবীর কাছে বিচারক জানতে চান, আপনার মক্কেল যে ক্রাইম করেছে সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিচারকের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, ২৫ হাজারের জীবন নষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে বিধায়কের আইনজীবী জানান, গ্রেফতারের আগে এবং দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছে। আইনজীবীর কথায়, কোনও ডিসকভারি অফ ফ্যাক্ট হয়নি। এমনকী চার্জশিট হয়ে যাওয়ার পরেও আটকে রাখা হয়েছে বলে দাবি করেন আইনজীবী। ফলে যে কোনও শর্তে জীবনকৃষ্ণ সাহার জামিন মঞ্জুর করার আবেদন জানান। যদিও এদিন ফের খারিজ হয়ে যায় জামিনের আবেদন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাইত্রিশতম পর্ব)

শিবের অনেক রূপ রয়েছে। সবগুলোই আমি নিজে থেকে বহু ক্ষেত্রে বহুভাবেই উপলব্ধি করেছি, জীবনে চলার পথে অনেক বাধা অতিক্রম করে স্বয়ং শিব জেন আমাকে বারবার রক্ষা করেছে এই ধামেতেই। আমাদের কখন মৃত্যু হয় যখন আমাদের শরীরে এনার্জি অর্থাৎ শিব থাকেনা। এক কথায় বলা যায় শিব হীন দেহ শবে পরিণত হয়। অতএব আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে শিব অবস্থান করে।শিব পুরান অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব ব্রক্ষ্মান্ডে ১১টি রুদ্রের রূপ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

এসআইআর মামলায় কমিশনকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রয়োজন কী, তা বিস্তারিতভাবে আদালতের কাছে জানাক জাতীয় নির্বাচন কমিশন । এছাড়া ২০০২ সালের ভোটার তালিকা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করুক তারা, এই আর্জিও করা হয়। এখন দেখার কমিশন তাদের রিপোর্টে কী বলে।

ভোটারদের নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং ফর্ম ফিল-আপ করার কাজ চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ পাবে। ঠিক এর পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে অভিযোগ জমা নেওয়ার পর্ব। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন ধাপে অভিযোগ সংক্রান্ত শুনানি হবে।

যারা কোনও কারণবশত ফর্ম ফিল-আপ করতে পারবেন না, বা যাদের বাড়িতে গিয়ে বিএলও-রা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাবে না অথবা অন্য কোনও কারণে এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ হবে না, তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইআরও ও এইআরওর নেতৃত্বে এই শুনানি সম্পন্ন হবে। আপিলের সুযোগও থাকছে - প্রথমে জেলা শাসকের কাছে, পরের ধাপে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

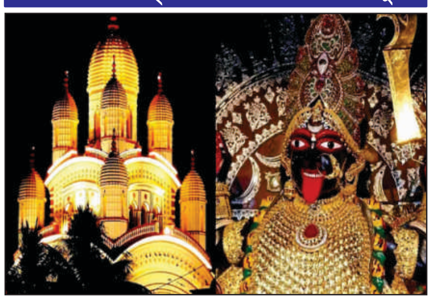

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বৃহদ্ধর্মপুরাণ এরকম বর্ণনাঃ “তিনি স্বাস্থ্যবতী, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী, মুক্তকেশী। শবরূপ মহাদেবের উপরে আসীন। তাঁর জিভ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। দুই বাম হাতে অসি ও মানুষের মাথা, সংহারকালের মত সংহারী মূর্তিতেও কোটির পাপ বিনাশ করছেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী ৮ নভেম্বর বারাণসী সফরে যাবেন এবং ৪টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের আধুনিক রেল পরিকাঠামোর প্রসারের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ নভেম্বর বারাণসী সফর করবেন এবং সকাল ৮টা ১৫ নাগাদ ৪টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন। নাগরিকদের সহজ, দ্রুত, এবং বিশ্বমানের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে রেল পরিষেবা দেওয়ার প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণে এটি আরও একটি মাইলফলক। এই নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো চলবে বেনারস-খাজুরাহো, লক্ষ্ণৌ-শাহারানপুর, ফিরোজপুর-দিল্লি এবং এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু রুটে। এরফলে প্রধান গন্তব্য স্থলগুলির মধ্যে যাতায়াতের সময় কম লাগবে, আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়বে, পর্যটনের প্রসার হবে এবং দেশজুড়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সহায়ক হবে।

বেনারস-খাজুরাহো-বন্দেভারত এই রুটে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে। বর্তমানে চালু ট্রেনগুলির তুলনায় যাতায়াতের

সময় দুঘন্টা ৪০ মিনিট কম পড়বে। বারাণসী, প্রয়াগরাজ, চিত্রকূট এবং খাজুরাহো সহ ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটাবে, এতে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন বৃদ্ধি পাবে তাই নয়, ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় থাকা খাজুরাহো যাত্রা সহজ হবে তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের জন্য।

লক্ষ্ণৌ এবং শাহারানপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সময় নেবে ৭ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। যাতায়াতে সময় কমবে প্রায় ১ ঘন্টার মতো। লক্ষ্ণৌ, সীতাপুর, শাজাহানপুর, বেরেলি, মোরাদাবাদ, বীজনোর এবং শাহারানপুরের যাত্রীরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। এছাড়া রুরকি হয়ে পবিত্র হরিদ্বার শহর যাওয়ার উন্নতি হবে। মধ্য এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ জুড়ে সংযোগ বৃদ্ধি করতে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে এই পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ফিরোজপুর, দিল্লি, বন্দে ভারত হবে এই রুটের দ্রুততম ট্রেন, লাগবে ৬ ঘন্টা ৪০ মিনিট। রাজধানীর সঙ্গে ফিরোজপুর, ভাতিন্ডা এবং পাতিয়ালার মতো পাঞ্জাবের শহরগুলোর যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। এই ট্রেনের জন্য ব্যবসা, পর্যটন, কর্মসংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি আশা করা হচ্ছে সীমান্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে এবং জাতীয় বাজারের সঙ্গে আরও বেশি করে সমন্বয় হবে।

দক্ষিণ ভারতে এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু-বন্দেভারত দুঘন্টার মতো যাত্রার সময় কমাবে। প্রধান আইটি এবং বাণিজ্যিক হাবগুলিকে যুক্ত করবে। পেশাদার ব্যক্তি, ছাত্র-ছাত্রী এবং পর্যটকরা আরও দ্রুত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। কেরালা, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে। পর্যটনের প্রসার ঘটবে।

(৩ পাতার পর)

বর্ধমানে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট বা ডিএলসি অভিযান ৪.০

সংগঠনগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় ২ কোটি সার্টিফিকেট তৈরির লক্ষ্য পূরণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে ৬ নভেম্বর ২০২৫ এ উপসচিব শ্রী সামিন আনসারি ও মৌলিক পরিচিতি কর্তৃপক্ষের কলকাতা বিভাগের সহকারী ম্যানেজার শ্রী প্রসূন হোর বর্ধমানের ডিএলসি শিবির পরিদর্শন করেন। তাঁরা পেনশনভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ডিজিটাল সেবা নেওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন। ব্যাংক অফ বরোদা, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ভারত পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক (এইচপিও, বর্ধমান) এবং কেন্দ্রীয় সরকার পেনশনভোগী সমিতির বর্ধমান শাখার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পেনশনভোগীদের ফেস অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে লাইফ সার্টিফিকেট তৈরি করতে সহায়তা করেন। বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে শিবির আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মানুষ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance [illegible] - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ৭ নভেম্বর জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম্’ – এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী উদযাপনের সূচনা করবেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৭ নভেম্বর সকাল ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম্’ – এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী উদযাপনের সূচনা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও স্মারক মুদ্রার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন। যে কালজয়ী রচনা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং এখনও জাতীয় গর্ব ও ঐক্যবোধ’কে জাগিয়ে তোলে, তার সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উদযাপনের সূচনা হবে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ৭ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে শুরু হয়ে এই উদযাপন চলবে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত।

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি, সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ‘বন্দে মাতরম্’ – এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সমবেতভাবে গাওয়া হবে। সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকরা এতে অংশগ্রহণ করবেন।

১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর অক্ষয় নবমীর পুণ্যতিথিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গান লিখেছিলেন বলে মনে করা হয়। তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাস যখন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় পর্বে পর্বে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন তাতে এই গানটি প্রথম দেখা যায়। পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে আনন্দমঠ উপন্যাসটি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে ভারত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছিল এবং জাতীয় পরিচয় ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেতনা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছিল। মাতৃভূমিকে শক্তি, সমৃদ্ধি ও দেবত্বের মূর্ত প্রতীক হিসেবে অভিবাদন জানিয়ে এই গানটি ভারতের ঐক্য ও আত্মসম্মানবোধের জাগ্রত চেতনাকে কাব্যিক রূপ দেয়। অচিরেই এটি স্বদেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে।

লাতিন আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক আরও গভীর করছে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত, লাতিন আমেরিকার অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন করেছে। এই অঞ্চলের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্য সংযোগ গভীরতর করার যে অঙ্গীকার সরকার নিয়েছে, এর মধ্য দিয়ে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

চলতি বছরের ৩ – ৫ নভেম্বর পেরুর লিমায় ভারত ও পেরুর মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার নবম পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তিতে পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রের বাণিজ্য, উৎপত্তির নিয়ম, বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত বাধা, শুল্ক পদ্ধতি, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিরল খনিজ সহ মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পেরুর বৈদেশিক বাণিজ্য ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রীমতী টেরেসা স্টেলা মেরা গোমেজ, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী সিজার অগাস্টো লোনাসিলভা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পেরু’তে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী বিশ্বাস বিধু সবকাল। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুগ্মসচিব ও প্রধান আলোচনাকারী শ্রী বিমল আনন্দ।

শ্রীমতী গোমেজ তাঁর বক্তব্যে এই আলোচনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পেরুর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রস্তাবিত এই চুক্তি ভারত ও পেরুর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রবাহ আরও অনেক বাড়াবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সবকাল বলেন, প্রস্তাবিত এই চুক্তি বিরল খনিজ, ওষুধ, অটোমোবাইল, বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে।

বকেয়া বিষয়গুলি নিয়ে পরবর্তী পর্বের আলোচনা আগামী বছর জানুয়ারি মাসে নতুন দিল্লিতে হবে।

সিনেমার খবর

অমিতাভকে 'কিপটে' বলে কটাক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদের মালিকও তিনি। অভিনয়ে প্রশংসা কুড়ালেও, এবার হলেন কটাক্ষের শিকার। তবে সেটা অভিনয়ের জন্য নয়, বরং বিশেষ দিবসে বাড়ির কর্মচারীদের উপহার দিয়ে নেটাগরিকদের একাংশের তোপের মুখে পড়লেন বিগ বি।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিও থেকে জানা যায়, এবার দিওয়ালি উপলক্ষে জলসার কর্মচারীদের ১০ হাজার টাকা বোনাসের সঙ্গে এক বাক্স মিষ্টি উপহার দিয়েছেন অমিতাভ। আর তাতেই শোরগোল পড়ে যায় নেটপাড়ায়। এ ঘটনায় বলিউড শাহেনশাকে 'কিপটে' বলে খোঁটা দিলেন একাংশ।

ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, অমিতাভের জুহুর 'জলসা' বাংলোর বাইরে নিরাপত্তাকর্মীরা হাতে মিষ্টির বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জনৈক ভ্লগার তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছোড়েন, আর কী দিলেন বচ্চনরা? হাসিমুখে ওই কর্মী জানান, প্রত্যেক কর্মীকে এক বাক্স মিষ্টির সঙ্গে ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন। আর সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনা শুরু।

কারও মন্তব্য, নিজে কোটিপতি হয়ে পুজোর দিনে গৃহকর্মীদের মোটে ওই কটা টাকা বোনাস দিলেন! কেউ বা বললেন, বলিউডের সবথেকে বড় তারকা অমিতাভ বচ্চন এক বাক্স মিষ্টি আর ১০ হাজার টাকাতেই দিওয়ালি বোনাসের দায় সারলেন। আবার কারও কটাক্ষ, খুব খারাপ। দিনরাত এককরে ওরা আপনাদের সেবা করে। আর কটা টাকা বেশি দিলে কী হতো? কারও বক্তব্য, মুম্বাইয়ের মতো জায়গায় দশ হাজার টাকা বোনাস হিসেবে যথেষ্ট নয়। ছিঃ, ভীষণ লজ্জাজনক! একাংশ আবার মনে করিয়ে দিলেন, দিওয়ালিতে সবাই কর্মীদের দ্বিগুণ বেতন দেয়। অন্তত ২০-২৫ হাজার টাকা তো বোনাস পায়ই। কিন্তু এত বড় মাপের তারকা হয়েও উনি কী কিপটে!

এরকম অসংখ্য কটূক্তিতে ছেয়ে গেছে নেটপাড়া। এই বিতর্কের মাঝেই কেউ কেউ আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, অমিতাভ বচ্চন বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য মানুষের পাশে থেকেছেন, তাই একটা ভিডিও দেখে বিচার করা উচিত নয়।

যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেননি অমিতাভ কিংবা তার পরিবার।

ভেবেছিলাম ৩০ পেরোলেই বিয়ে করব: তামান্না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া জানিয়েছেন, তাঁর জীবনের এক সময় তিনি ভেবেছিলেন ৩০ বছর বয়স পেরোলেই অভিনয় ছেড়ে সংসার জীবনে মন দেবেন। তবে সময়ের সঙ্গে সেই ধারণা পুরোপুরি বদলে গেছে বলেই জানিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তামান্না বলেন, "আমি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলাম, তখন আমার বয়স কম ছিল। ভেবেছিলাম, দশ বছর কাজ করব, তারপর বিয়ে করে সংসার করব, বাচ্চা মানুষ করব। কিন্তু এখন ইন্ডাস্ট্রির অনেক কিছুই বদলে গেছে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "আগে মনে করা হতো, অভিনেত্রীদের বয়স বাড়লে তাঁদের জন্য তেমন চরিত্র থাকে না। কিন্তু এখন অনেক মধ্যবয়সী অভিনেত্রী দারুণ দারুণ চরিত্রে কাজ করছেন। তাঁদের জন্য আলাদা করে স্ক্রিপ্ট লেখা হচ্ছে, আর সেই চরিত্রগুলিরও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে।"

২০-এর কোঠায় বলিউডে পা রাখা তামান্না জানান, "প্রথম দিকে তাঁর মনে হতো, বয়স বাড়লে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। তখন কমবয়সী অভিনেত্রীদেরই বেশি কাস্ট করা হতো। সেই ভাবনা থেকেই মনে হয়েছিল, বয়স হলে হয়তো ইন্ডাস্ট্রি ছাড়তে হবে।"

তবে এখন সেই ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে তামান্নার। তাঁর ভাষায়, "৩০ পার করে ফেলেছি, কিন্তু এখনো মনে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিকে দেওয়ার অনেক কিছু বাকি আছে। বয়স এখন আর কোনো ফ্যাক্টর নয়।"

'সাইয়ারা'র অভিনেত্রী এবার ভূতের সিনেমায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী অনীত পড্ডার। বক্স অফিসে সাড়া জাগানো 'সাইয়ারা' সিনেমায় নজর কাড়া এই অভিনেত্রী এবার নাম লিখিয়েছেন একটি হরর-কমেডি ঘরানার ছবিতে।

ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ম্যাডক ফিল্মসের নতুন হরর-কমেডি সিনেমা 'শক্তি শালিনী'-তে অভিনয় করবেন অনীত পড্ডার। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী বছরের ২৪ ডিসেম্বর।

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত 'থাম্মা' সিনেমার এক বিশেষ ভিডিও বার্তায় ম্যাডক ফিল্মস তাদের পরবর্তী প্রজেক্ট হিসেবে 'শক্তি শালিনী'র ঘোষণা দেয়, যেখানে অনীতের নামও প্রকাশ করা হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আয়ুষ্মান খুরানা অনীতকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, "তোমাকে স্বাগত জানাই ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্সে। পাঞ্জাবের মেয়ে হিসেবে তুমি আমাদের গর্বিত করছো। তোমার স্বপ্নপূরণের যাত্রা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। 'শক্তি শালিনী'-তে তোমাকে দেখতে মুখিয়ে আছি।"

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই সিনেমায় প্রথমে কিয়ারা আদভানির অভিনয় করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে এসে অনীত পড্ডারকে চূড়ান্ত করা হয়।

রেবতীর 'সালাম ভেঙ্কি' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় অনীতের, তবে দর্শকের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছেন রোম্যান্টিক-মিউজিক্যাল 'সাইয়ারা' সিনেমায় আহান পাণ্ডের বিপরীতে অভিনয় করে।

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে সিরিজে এগিয়ে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৪৮ রানে হারিয়েছে ভারত। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ভারত ২০ ওভার শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ১১৯ রানে অলআউট হয়।

ভারতের ওপেনিং জুটি অভিষেক শর্মা ও শুবমান গিল ৪০ বলে ৫৬ রান যোগ করেন। অভিষেক ২১ বলে ২৮ রান করে আউট হন, এরপর শিবম দুবের সঙ্গে গিল ২৯ বলে ৩২ রান যোগ করেন। দুবে ১৮ বলে ২০ রান করে নাথান এলিসের

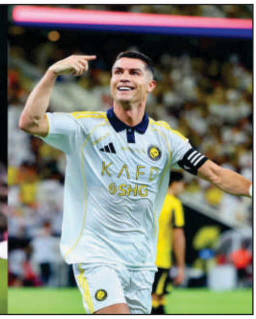

বলে বোল্ড হন।

গিল ও সূর্যকুমার যাদবের জুটিতে আসে দ্রুত ৩৩ রান। গিল ৩৯ বলে ৪৬ রান করে আউট হন, চারটি চার ও একটি ছক্কা মারেন। শেষ দিকে সূর্যকুমার ১০ বলে ২০ এবং অক্ষর প্যাটেল ১১ বলে ২১ রান যোগ করেন। ভারতের সংগ্রহ হয় ১৬৭/৮।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এলিস ও অ্যাডাম জাম্পা তিনটি করে উইকেট নেন। এলিস ৪ ওভারে মাত্র ২১ রান দেন, তবে জাম্পা ৪৫ রান খরচ করেন।

রান তাড়ায় নেমে অস্ট্রেলিয়া ২৯ বলে ৩৭ রানের উদ্বোধনী জুটি পায়। এরপর ধারাবাহিকভাবে উইকেট হারাতে থাকে অজিরা। ম্যাথিউ শর্ট ১৯ বলে ২৫ এবং জশ ইংলিস ১১ বলে ১২ রান করে আউট হন, দুজনকেই আউট করেন অক্ষর প্যাটেল।

অধিনায়ক মিচেল মার্শ ২৪ বলে ৩০ রান করে আউট হন। এরপর দলের বড় বিপর্যয় হয় টিম ডেভিড ও অন্যান্য ব্যাটসম্যানদের দ্রুত আউট হওয়ার কারণে। ডেভিড ৯ বলে ১৪ এবং মার্কাস স্টয়নিস ১৯ বলে ১৭ রান করেন। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ১১৯ রানে অলআউট হয়।

ভারতের পক্ষে ওয়াশিংটন সুন্দর মাত্র ৮ বল খেলে ৩টি উইকেট নেন। দুবে ও অক্ষর প্যাটেল দুইটি করে উইকেট নেন।

ম্যারাডোনা সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন: মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল জগতের জাদুকর লিওনেল মেসি সম্প্রতি এনবিসি নাইটলি নিউজের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেরণার উৎস ছিলেন দিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা। তিনি বলেছেন, আর্জেন্টিনার জন্য ম্যারাডোনা শুধু ফুটবলারই নন, বরং একটি অনুভব, একটি অনন্য আইকন।

মেসি বলেছেন, "আমাদের আর্জেন্টিনিয়ানদের জন্য দিয়েগো সব সময়ই ছিলেন সবচেয়ে বড় আইডল, সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা। তিনি সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। যেকোনো সীমানার চেয়েও তিনি বড় কিছু ছিলেন।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, যদিও নিজে ছোট বয়সে ফুটবল শুরু করেছিলেন, তবু ম্যারাডোনার প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে সেটি শুধুই খেলায় সীমাবদ্ধ ছিল না।

ফুটবল ছাড়িয়ে অন্যান্য খেলায় মেসির প্রেরণার আলো পড়েছে বাস্কেটবল ও টেনিসেও। তিনি লেব্রন জেমস ও স্টিফেন কারিকে বাস্কেটবলের কিংবদন্তি হিসেবে তুলে ধরেন এবং ফেডারার, রাফা নাদাল ও জকোভিচকে টেনিসের মাধ্যমে শৃঙ্খলা, স্থায়িত্ব ও প্রতিযোগিতার উচ্চতা দেখানোর উদাহরণ হিসেবে অভিহিত করেন। মেসি বলেন, "তিনজন টেনিস খেলোয়াড় প্রতিযোগিতাকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যা আগে কখনও দেখা যায়নি। বাস্কেটবলে লেব্রন এবং কারি প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব অবদানের মাধ্যমে খেলাটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।"

শেষে মেসি বিনয়ীভাবে স্বীকার করেছেন, "আমি জানি, হয়তো আরও অনেকের নাম বলা উচিত ছিল। কিন্তু যাদের কথা প্রথমে মনে এসেছে, তারাই আমার প্রিয়।"

ভারত হবে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ডরহীন দল : গম্ভীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিগত কয়েক বছর ধরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে আসছে ভারত। তাদের সবচেয়ে শক্তির জায়গা ব্যাটিং লাইনআপ। আর সেই ব্যাটিংয়ে আরও আক্রমণাত্মক মানসিকতা তৈরি করতে জোর দিচ্ছেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। ভারতকে সবচেয়ে ভয়ডরহীন দল হিসেবে গড়ে তুলতে চান তিনি।

শুধু ভারত নয়, বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বেরই অন্যতম সেরা আক্রমণাত্মক ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ফর্মহীনতায় ভুগছেন এই ডানহাতি ব্যাটার। সর্বশেষ এশিয়া কাপেও রান পাননি এই টপ অর্ডার ব্যাটার। তারপরও সূর্যকে নিয়ে চিন্তিত নন গম্ভীর।

ভারত কোচ বলেন, সূর্যের ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে আমার কোনো উদ্বেগ নেই। আমরা ড্রেসিংরুমে একদম আক্রমণাত্মক টেমপ্লেটটি গ্রহণ করেছি। এই দর্শন মেনে চললে ব্যর্থতা আসবেই। সূর্যের পক্ষে ৩০

বলে ৪০ রান করে সমালোচনা এড়ানো সহজ, কিন্তু আমরা সম্মিলিতভাবে ঠিক করেছি, এই ধাঁচে খেলার সময় ব্যর্থ হওয়াটা গ্রহণযোগ্য। আমরা চাই, দল ভয় না পেয়ে খেলুক।

অভিষেক শর্মাকে নিয়ে গম্ভীর বলেন, অভিষেক দুর্দান্ত ফর্মে আছে। সূর্য যখন ছন্দে ফিরবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্ব নেবে। টি-টোয়েন্টিতে আমাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট সংখ্যক রান নয়, বরং আমরা কী ধরনের ক্রিকেট খেলছি সেটাই মুখ্য। আমরা প্রথম দিন থেকেই ঠিক করেছি, হারার ভয় পাব না। আমি সবচেয়ে সফল কোচ হতে চাই না; আমি চাই আমরা হই সবচেয়ে নির্ভীক দল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR